প্রথম আলো

তারিখ 29 APR 2009
পৃষ্ঠা 20 কলাম 4

শিক্ষানীতি সম্পর্কিত কমিটি

চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করতে কো-চেয়ারম্যান নেওয়া হচ্ছে

শরিফুজ্জামান ●

জাতীয় শিক্ষানীতি সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করতে একজন কো-চেয়ারম্যান মনোনীত করা হচ্ছে। আগামী ৩ মে কমিটির প্রথম বৈঠকেই এ মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হবে। শারীরিক কারণে কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী একজন কো-চেয়ারম্যান মনোনয়নের প্রস্তাব দিয়েছেন।

শিক্ষানীতি ২০০০-কে অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য সরকার গত ৮ এপ্রিল কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের কমিটি গঠন করে। প্রায় তিন সপ্তাহ পার হলেও কমিটি বৈঠকে বসেনি। এ ছাড়া কিছুদিন ধরে গুঞ্জন উঠেছে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে কবীর চৌধুরী কমিটি প্রধানের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী নন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কবীর চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'শিক্ষানীতি বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের কাজটি জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি কাজটি করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করব। তবে আমার ওপর চাপ কমাতে একজন কো-চেয়ারম্যান মনোনীত করা হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কমিটিতে আরও দু-একজন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হবে। কমিটিতে কয়েকজন অযোগ্য ব্যক্তি থাকার অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, ৩ মে প্রথম সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।

জানা যায়, প্রথম সভা হওয়ার তিন মাসের মধ্যে কমিটি সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে। ওই কমিটিতে আছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কাজী শহীদুল্লাহ, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে আছেন ফকরুল আলম, সিদ্দিকুর রহমান, সাদেকা হালিম ও জারিনা রহমান খান; কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, নিহাদ কবির, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, এম এ আউয়াল সিদ্দিকী প্রমুখ।

ইতিমধ্যে বিসিএস সাধারণ শিক্ষক সমিতি দুজন সদস্যের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে তাঁদের নাম প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। সূত্র জানায়, ১৬ সদস্যের কমিটিতে কয়েকজনের বিষয়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মহলে আপত্তি রয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, এমন কয়েকজনকে ওই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া এমন দু-একজন সদস্য আছেন, যাঁদের নাম শিক্ষা-সংশ্লিষ্টদের কাছে পরিচিত নয়।

১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞানী কুদরত-ই-খুদাকে প্রধান করে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। স্বাধীনতার পর আটটি শিক্ষা কমিশন বা কমিটি হলেও একটিরও সুপারিশ কার্যকর হয়নি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম সম্প্রতি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'একেক সরকার এসে একেকটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং তার সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ার বিষয়টি দুঃখজনক। আমরা ওই বিষয়টি মাথায় রেখে ২০০০ সালের প্রতিবেদন সময়োপযোগী করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হব।'